Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৯ জুন, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৮ জুন, ২০১৫, সোমবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

কৃষক সেতু বন্ধ জনগণের দুর্ভোগ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ জুন, বর্ধমান : দক্ষিণ দামোদরের একমাত্র পারাপারের কৃষক সেতু বন্ধ হওয়াতে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। বাস মালিক, বর্ধমান শহরের ব্যবসাদাররা পড়েছে বিপাকে। দুর্ভোগের অন্ত নেই যাত্রী সাধারণের। অন্যদিকে পোয়াবারো 'টোটো' চালকদের, নদীতে পারাপারের জন্য মাঝিদের, এবং স্বঘোষিত শাসক দলের সুযোগ বুঝে কামিয়ে নেওয়া কিছু যুবকের।

আরামবাগ, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলার একমাত্র যোগাযোগকারী সেতু কৃষক সেতু। যেটির সূচনা হয় ১৯৭৭ সালে। তখন থেকেই টোল ট্যাক্স আদায় হয় কোটি কোটি টাকা। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখভালের জন্য তেমন কোনো নজর দেওয়া হয়নি। শোনা যায় আদায়ের বেশি টাকাটাই চলে যায় কর্তাব্যক্তিদের পকেটে। বালি মাফিয়া, শাসক এবং প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজসে 'কৃষক' সেতুটির রক্ষণাবেক্ষণের অবহেলায় দিন কেটেছে। প্রতিদিন ২১৮টি বাস, অসংখ্য বালিবোঝাই লরি সহ দু আড়াই হাজার যান চলাচলের অতিরিক্ত লোড চাপে সেতুটির ওপর। এর ফলে সেতুটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। দীর্ঘ টালবাহানার পর সেতুটি মেরামতের কাজ শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবার পরই কাজে হাত দেয় প্রশাসন। প্রথমে ওয়ানওয়ে পদ্ধতিতে সেতুটি চালু রেখে মেরামতির কাজ শুরু হয়। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ দামোদর এলাকার নিত্যযাত্রী বা বর্ধমান থেকে নিত্যযাত্রীকে বাড়তি দু ঘন্টা হাতে সময় নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে চারদিন পুরোপুরি সেতু বন্ধ রাখা হয়। চরম দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। এরপর আবার জুন মাসে ৫, ৬, ৭ ও ৮ চারদিন পুরোপুরি সেতু বন্ধ রাখা হয়। ফলে দীর্ঘ দু'মাস যাবৎ একমাত্র সেতুটি মেরামতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বড় রকমের প্রভাব পড়েছে দক্ষিণ দামোদরের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বর্ধমান শহরের ব্যবসাদারদের উপর।

ভুক্তভোগী দক্ষিণ দামোদর স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষিকা জানালেন, শহর থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে শিক্ষকতা করি। ৬ জুন স্কুল যেতে গিয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়ি। বীরহাটা থেকে 'টোটো' নিয়ে গিয়ে তেলিপুকুর ছেড়ে দিচ্ছে। দরের তো কোনো ঠিক নেই। এরপর তেলিপুকুর থেকে হেঁটে হেঁটে নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে বাস ধরতে অসুস্থ হয়ে পড়ি। এ্যাম্বুলেন্সে আসা রায়নার এক জরুরি রোগীর সেতু পেরিয়ে বর্ধমান হাসপাতালে আনতে অতিরিক্ত দু ঘন্টা বেশি সময় নিয়েছে। মাধবডিহি থানার রহমান সেখ বর্ধমান শহরের ওষুধ দোকানের কর্মচারি জানালেন গত দু'মাস ধরে দুর্ভোগের তো শেষ নেই। যেভাবে খরচ বেড়েছে তাতে বাড়িতে দু মাস টাকা দেওয়া যায়নি।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ৮ জুনের পর আবার ওয়ানওয়ে চলবে আরও কিছু দিন। জুন মাসের শেষে পুরোপুরি খুলে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্য। গনগনে রোদে, প্রখর তাপে মানুষের দুর্ভোগ আরও চলবে। এই সুযোগে টোটো চালক, একশ্রেণির পুলিশ এবং শাসক দলের কিছু দাদা দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়ার পালা। বেসরকারি সূত্রে এই ছবি এখন কৃষক সেতুর।

এখন একটাই প্রশ্ন—টেকনোলজির বিপ্লবের যুগে মাসের পর মাস ম্যানুয়ালে কাজ করিয়ে দুর্ভোগ বাড়ানো কার স্বার্থে?

জমি অর্ডিনান্স বিলের বিরোধিতায় কৃষক বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : চার বছর ধরে পুলিশের ভারি বুটের শব্দ এবং তৃণমূল দুষ্কৃতীদের বারুদের গন্ধ ঘুম কেড়ে নিয়েছে বেলসর, জামনা, উদয়কৃষ্ণপুর, পলেমপুর, মাছখান্ডা সহ অনেকগুলি গ্রামে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কৃষিনির্ভর মানুষের মাজা ভেঙে গেল আলু আর ধানে দাম না পেয়ে। জীবনের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিয়েছে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। ধিকি ধিকি জমতে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটলো ২ জুন। বোমা গুলি আর দলদাস পুলিশের বিরুদ্ধে শেষ কথা বললো জনগণ। কৃষক নেতা কওসের আলি এবং আখতার আলির উপর অতর্কিতে তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হামলার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ গড়ে উঠলো। আশপাশ সমস্ত গ্রাম থেকে পাঁচ হাজার মানুষের প্রতিরোধে পিছু হটলো তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা।

কৃষকের ফসলের দাম নেই। ক্ষেতমজুরদের কাজ নেই। ১০০ দিনের কাজ করেও টাকা মিলছে না। কেন্দ্রের কৃষক-মারা জমি অর্ডিন্যান্স বিলের

ছবি : পার্থপ্রতিম কোনার

বিরোধিতা করে বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি এদিন পথ অবরোধের ডাক দেয়। রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলা জুড়ে পলেমপুর, আমড়া, বেলগ্রাম, বড়ার চৌমাথা সহ সাতটি পয়েন্টে পথ অবরোধের ডাক দেয় বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলি। সমস্ত পয়েন্টেই ঠা ঠা রোদে, গণগণে আগুনে গলে যাওয়া পিচ রাস্তায় জড়ো হয় ভুক্তভোগী কৃষক। হবে না-ই বা কেন। এ তো তাদের বেঁচে থাকার লড়াই। জীবনের লড়াই-এ সামিল হাজার হাজার কৃষক।

সর্বত্র শ্রমজীবী মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজর কাড়া। তৃণমূলি শাসনে মহিলাদের উপর অত্যাচার তাদের পথে নামিয়েছে। চার বছরে এরকম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এই প্রথম বলে দাবি করেন এলাকার মানুষ। আহত দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

—এরপর চারের পাতায়

মেডিকেলে পঞ্চম বর্ধমানের ঋষভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৫ জুন : এবার জয়েন্ট মেডিকেলে পঞ্চম স্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে নতুনপল্লীর আদি কালীবাড়ির ঋষভ হাজরা ওরফে সানি। বাবা রাজনারায়ণ হাজরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী। মা মধুমিতা গৃহবধূ। ঋষভ পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিকে ভালো নাম্বার পেয়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হয়। উচ্চমাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৪৭৯, সম্ভবত রাজ্যে দ্বাদশ। মেডিকেলে ৫ম ঋষভ চায় কার্ডিওলজিস্ট হতে। ঋষভের কথায় আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষাঙ্গনে তৃণমূল দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে এবিটিএ-র বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুন : কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন অভব্য আচরণের প্রতিবাদে ক্লাসের দুজন অধ্যাপিকা হল থেকে বের করে দিলে ধর্ষণের হুমকি দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদহের সামসি কলেজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাজমুল হক। শিক্ষাঙ্গনে তৃণমূলি ছাত্র দুষ্কৃতীদের দাপট বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষকরা গর্জে ওঠে। সারা রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও ঘটনার প্রতিবাদে এবং গ্রেপ্তারের দাবিতে কার্জনগেটে বিক্ষোভ দেখান শিক্ষকরা। ৬ জুন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত।

৭ জুন শেষ খবরে জানা যায় তাজমুল হক গ্রেপ্তার হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাজমুল হকের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করে। রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের চাপে শেষপর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। এখন দেখার, ছোট ছেলের ঘটনা বলে জামিন দেওয়া হয় কি না?

চলে গেলেন প্রবীণ গুরুপদ সিংহরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ জুন : চলে গেলেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা গুরুপদ সিংহরায়। গতকাল কালনার একটি নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। ১৯২৭ সালে হুগলির মাখালপুর গ্রামে একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সুনীল রায়ের সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৫৮ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। জমির আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এমনকি পরিবারের উদ্বৃত্ত জমি খাস করে তিনি অনন্য নজির গড়েন। কংগ্রেসী সন্ত্রাসে ৭০-৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ১৯৭৭ সালের কালনায় বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই(এম) প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। দীর্ঘদিন তিনি সিপিআই(এম) কালনা জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। সিপিআই(এম) জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

আই.এন.এ-র পোস্টার বর্ধমানে

খাগড়াগড় কাণ্ডে অপরাধীদের ধরতে তৎপরতা

পার্থ চৌধুরী : আবার শিরোনামে খাগড়াগড়। বুধবার রাতে বর্ধমান শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে খাগড়াগড় কাণ্ডে মোস্ট ওয়ান্টেড ১২জন সন্ত্রাসীর পোস্টার এন.আই.এ-র কর্মীরা লাগিয়ে দেন। ওই দুষ্কৃতীদের সন্ধানের পাশাপাশি বড়ো অঙ্কের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্র থেকে জানা গেছে, অন্য জেলা, শহর ও গ্রাম থেকে শহরে প্রতিদিন আসেন অসংখ্য মানুষ। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জনবহুল স্থানগুলিতে পোস্টার লাগানো হয়েছে। এর থেকে তদন্তে অগ্রগতি ও পলাতক জঙ্গিদের খোঁজ পাবার সূত্র মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই তৎপরতায় কৌতূহল আর আগ্রহ শহরজুড়ে।

২ অক্টোবর ২০১৪, মহানবমীর দুপুরে খাগড়াগড় এলাকার ভাড়াবাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। মৃত্যু হয় শাকিল গাজির। পরে হাসপাতালে মারা যায় শোভান। আহত অবস্থায় ভর্তি হয় আব্দুল হাকিম। গোটা রাজ্য, দেশ এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে আলোড়ন ওঠে ঘটনার জেরে। ঘটনায় তদন্তভার নেয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। একাধিক এজেন্সি যুক্ত হয় তার সঙ্গে। তদন্তের গতিপ্রকৃতি যত এগোতে থাকে ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রের ব্লু-প্রিন্ট। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ সামনে আসে। বে-আব্রু হয়ে যায় বাংলাদেশে নাশকতা ঘটাবার বিরাট ষড়যন্ত্র। দু-মাস ধরে তদন্তে ধরা পড়ে একের পর এক অপরাধী। এন.আই.এ.-র সন্দেহের তালিকায় যুক্ত হয় আরও কয়েকজন অপরাধী। তাদের কয়েকজন এখনও অধরা। তাদের সন্ধানেই পোস্টার দিল

এন.আই.এ।

তালিকায় রয়েছে ১২ জন চাঁই-এর নাম। ১১ জনের ছবি টাঙানো হয়েছে। ১২তম নামটি রফিক। তার ছবি নেই। পুরস্কার মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে ১ থেকে ৩ লাখ, ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ। যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলো—মহঃ ইউসুফ—১০ লাখ, (২) তালাহা সেখ—১০ লাখ, (৩) আবুল কালাম আজাদ—১০ লাখ। এই পোস্টারগুলি লাগানো হয়েছে আদালত চত্বর, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে।

কিন্তু কারা এঁরা? তালিকায় রয়েছে মহম্মদ ইউসুফের নাম। পশ্চিমবঙ্গে জামাত সংগঠন বিস্তারের অন্যতম মূল

—এরপর চারের পাতায়

তৃণমূলীরা হামলা করতেই পারে মালিক কেন ভাটায় যাবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুন : ২ জুনের পথ অবরোধে নিজের বাস দিয়ে লোক পাঠানাই কাল হল রায়নার সিপিআই(এম) নেতা কাশীনাথ বিশ্বাসের। আজ সাত সকালে ট্রাক্টর, টাটাসুমো ও বাইক বাহিনী নিয়ে একদল তৃণমূলী দুষ্কৃতী হামলা চালায় শ্রী বিশ্বাসের কোহিনূর নামে শুকুরের কাছে একটা ইটভাটায়। একটি ডেলিভারি ভ্যান, মোটর সাইকেল, জেনারেটর ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। অফিস ঘরে ভাঙচুর করে দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের পালিত তিনটি ছাগলও নিয়ে যায় তারা। যাবার সময় শ্রী বিশ্বাসের দুটি বাসে ভাঙচুর চালায়। বাসের টায়ারগুলো ফুটো করে দেওয়া হয়। হামলা চলাকালীন বারবার রায়না থানায় জানানো হলেও পুলিশ নীরব শুধু ছিল না ভাটার মালিক কেন ভাটায় গেলেন সেটাই ছিল পুলিশের প্রশ্ন!

নতুন চিঠি

৮ জুন, ২০১৫

অবশেষে মিটলো ছিটমহল সমস্যা

ভারত বিভাগ ও তার ফলে বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতালাভের সুদীর্ঘ ৬৮ বছর পর সমাধান হলো বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ছিটমহল সমস্যার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্থলসীমান্ত চুক্তির স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রচিত হল এক নতুন ইতিহাস।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। ছিটমহলের সংখ্যা ১৬২টি। প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বাস এই ছিটমহলগুলিতে—যাদের নাগরিকত্বের কোনো সুনিশ্চয়তা ছিল না। এবার তা সুনিশ্চিত হল। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে ১১টি ছিটমহলের ১০ হাজার একর জমি। আর ভারত পারে ৫১টি ছিটমহলের ৫০০ একর জমি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা হয় বাংলাদেশ নয়তো ভারতের নাগরিক হিসাবে সুনির্দিষ্ট হবেন। তাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রও এর ফলে সুনির্দিষ্ট হল—অবসান ঘটলো তাদের পরিয়চহীনতার বা পরিচয় ভাঁড়ানোর সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতার।

স্বভাবতই ছিটমহলে এখন স্বস্তি, উচ্ছ্বাস ও উৎসবের আবহ। এখন আর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সুযোগ আদায়ের পথে যেতে হবে না। পরবাসের গ্লানি নিয়ে নয়, নিজের পরিচয়েই এখন প্রত্যেকে হবে নিজ রাষ্ট্রবাসী, লাভ করবে নাগরিকত্বের মৌলিক অধিকার।

এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে যে-সব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সহ স্থলপথে যোগাযোগের জন্য কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি বাস-সার্ভিস চালাবার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আগামী দিনে তিস্তা ও ফেণী নদীর জলবন্টনের মতো বিতর্কিত সমস্যারও যথাযথ সমাধান ঘটবে—এই প্রত্যাশায়ও উন্মুখ থাকবে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মানুষ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে বিজ্ঞান কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে বিজ্ঞানভিত্তিক অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৬টি স্কুলের প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। বিষয় ছিল 'তোমার দৃষ্টিতে পরিবেশ' ও 'তোমার দৃষ্টিতে বিশ্বায়ন'। এই দুটি থিমের উপর অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয় এবং সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, জেলা প্রকল্প আধিকারিক সন্দীপ পাল, বিজ্ঞানকেন্দ্রের আধিকারিক ড. নিরঞ্জন গুপ্তা উপস্থিত ছিলেন।

আসানসোলে ডি ওয়াই এফ আই-এর পশ্চিমাঞ্চল লোকাল কমিটির উদ্যোগে ধ্রুবডাঙায় সেবা সমিতির খেলার মাঠটিকে আবর্জনামুক্ত ও সংস্কার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অযত্নের ফলে মাঠটি শিশুদের খেলার অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। যুবদের এই কর্মসূচিকে ঘিরে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। এদিন পরিবেশরক্ষার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভিক্টর আচার্য, প্রকাশ দাস, রাহুল প্রসাদ, শ্যামসুন্দর দাস সহ যুব নেতৃবৃন্দ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতে নয়া পয়সা কবে পয়সায় রূপান্তরিত হয়?
২. ভারতে ব্যাঙ্ক পরিষেবা কবে শুরু হয়? তখন কী নাম ছিল? বর্তমানে সেই ব্যাঙ্কের কী নাম? কবে থেকে?
৩. লর্ড মাউনব্যাটন কবে ভারত ভাগের কথা ঘোষণা করেন?
৪. ভারতের ২৯তম রাজ্য হিসাবে তেলেঙ্গানা কবে আত্মপ্রকাশ করে?
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে নাইট উপাধি পেয়েছিলেন? সেদিন আর কে নাইট উপাধি পান?
৬. চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডি এন এ-এর উদ্ভাবক কে? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৭. মন্টেনেগ্রো দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৮. বর্ধমান জেলায় কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন কবে কোথায় শুরু হয়েছিল? কে পতাকা উত্তোলন করেন?
৯. টোঙ্গা দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? কতগুলি দ্বীপ নিয়ে এই দেশ? রাজধানী কোথায়?
১০. রাষ্ট্রসংঘ কবে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়? কতগুলি দেশ এই সিদ্ধান্তে অংশ নিয়েছিল?
১১. সুইডেন দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় পাখি কী?
১২. নরওয়ে দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় খেলা কী? জাতীয় প্রতীক কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পরিবেশ কথা

অরুণ মজুমদার

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তষায় হানে রে
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধদিন
আরাম নাহি যে জানে রে।।

কবিগুরু আশা প্রকাশ করেছিলেন ঝঞ্ঝার বেশে প্রতিকার আসবে। এখন রাস্তা শুনশান, যারা বেরোচ্ছেন চোখ মুখ হাত ঢাকা একেবারে উগ্রপন্থী বেশে। দুপুরে দোকানগুলি ক্রেতাশূন্য, সন্ধ্যায় হাওয়া বইছে তাই ধরণীসন্তানদের রক্ষা। পরিবেশের এই হাল একালে।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য করেই সমাজ সংস্কৃতি বাসস্থান যাপিত জীবনের হরেক রকম আচার অনুষ্ঠান ইত্যাকার ব্যবস্থাদি নিয়েই তার পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এখনকার দিনে পরিবেশ বলতে আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের বিভিন্ন উপাদানগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জল বায়ু পাহাড় পর্বত নদীনালা সাগর মহাসাগর এই সব বিষয় বিচার বিবেচনা করেই আমাদের বসতি গড়ে উঠেছে বিশ্বের নানা প্রত্যন্তে, নানা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে। এই পরিবেশই আজ বিপন্ন, তার বেশিরভাগ দায়ভাগ অবশ্য বর্তাচ্ছে মানুষের উপরই। মানুষ তার প্রয়োজনের খাতিরে, কখনো বা লোভের লালসায় আমাদের সবুজ শস্যশ্যামলা পৃথিবীকে এক বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, মানব জীবন এক গভীর সংকটের সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

গত কয়েকদিনের খবরের কাগজের খবরে আছে—গত কয়েকদিনে সারা দেশে মৃতের সংখ্যা প্রায় ছয় শত। কলকাতা পুড়ে যাচ্ছে গরমে, কোনো কোনো জেলায় বজ্রগর্ভ মেঘ দেখা দিলেও বৃষ্টি অধরা, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে মানুষের অসোয়াস্তি বাড়ার পিছনে আছে চড়া তাপমাত্রা আর বেড়ে চলা আদ্রতা, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাওয়া চলাচল থমকে যাওয়া। যদিও দক্ষিণ থেকে আগত হাওয়া মানুষকে খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে। বর্ষা না আসা পর্যন্ত এই ভোগান্তির শেষ কোথায়? জুনের প্রথম সপ্তাহে কেরলে বর্ষা নামে, তার সপ্তাহখানেক পরেই স্নাত হয় বাংলার মাঠঘাট, এভাবেই বর্ষাচক্র চলে। এবার ব্যতিক্রম হলো কেন? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন 'দামাল শিশু'ই এর জন্য দায়ী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লে তার প্রভাব পড়ে পড়শী সাগর মহাসাগরে। এরই নাম 'এল নিনো' বা দামাল শিশু। এর প্রভাবে আবহাওয়া বর্ষার ধারাপাত সবই পাল্টে যায়। বর্ষার উপরই নির্ভর করে আমাদের খেতের ফসল, গোলাভর ধান, গম, সরষে এবংবিধ খাদ্যশস্য। এরই উপর নির্ভর করে ভারত সরকারের সাংবাৎসরিক বাজেটের পাসফেল ব্যাপারটা। কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারই খাদ্য পানীয় সব নিয়ে বিপন্ন এক সময়। কেন এমন হল? সবটাই কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়?

রাজা-রাজরাদের সময় পর্যন্ত খুব বেশি ভূদূষণ ঘটত না। তখন অরণ্য ছিল, জলাশয় ছিল। গাছপালা দেবতাজ্ঞানে পুজো পেতো, জলাশয় এবং বৃক্ষরোপণ উৎস হিসাবে বা ধর্মীয় আচরণ হিসাবে গণ্য হতো। এভাবেই চলছিল এ বিশ্ব—কিন্তু যাগযজ্ঞের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, উৎসবে মচ্ছবে রান্নার বহর থেকেই বড় ধরনের বায়ুদূষণ ঘটতো।

কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের আজকের আশা নিরাশার জগত। শিল্প বিপ্লবে বিশ্ব নবতর এক বিশ্বে পরিণত হল। কিন্তু এর মাশুল গুনতে হল বৃক্ষনিধন, ব্যাপক ভাবে নগরায়ণের ফলে নিশ্চিহ্ন হল হাজার লক্ষ একর জুড়ে অরণ্যানী। সমস্ত কৃষিপণ্য পরিণত হল কাঁচামালে। মানুষের গড় আয়ু বাড়ল, আবার সভ্যতার বর্জ্যে শুরু হল জল বায়ু পরিবেশ দূষণ—মাটি মানুষ একই সঙ্গে আক্রান্ত হল সভ্যতার যূপকাষ্ঠে।

প্রতিদিন হাজার হাজার টন কয়লা পুড়ছে বিদ্যুতের জন্য, তার ধোঁয়া ছাই দূষণ ছড়াচ্ছে বিশ্বময়। প্রতিদিন নতুন করে কয়েক হাজার মোটর গাড়ি বেরোচ্ছে কারখানা থেকে, তার চালিকাশক্তি জীবাশ্ম-নিসৃত তেল আকাশ ভরে তুলছে নগরে বন্দরে। মানুষ শ্বাসনিসৃত, চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র থেকে গরম হাওয়াও উষ্ণতা বাড়ানোর বড় অংশীদার। ইউরোপে প্রতিজনের মোটর গাড়ি, ছুটছে কাজে অকাজে—বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দূষণ।

ইদানীং একটা শব্দ আমাদের মননে জায়গা করে নিয়েছে—গ্রীন হাউস এফেক্ট। কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং আরো সব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে স্তরটিতে গিয়ে জমা হয় এবং সূর্যের তাপ সহ অন্যান্য তাপকে মহাশূন্যে যেতে দেয় না, ফলত পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। এটাকেই বলে গ্রীনহাউস এফেক্ট।

সূর্যের আলোক পৃথিবীতে পড়ে জলশোষণ বাষ্প হয়, তা থেকে মেঘ হয় বৃষ্টি হয়। গ্রীন হাউস এফেক্টের ফলে সূর্যালোক আসা ব্যহত হচ্ছে। কয়লা গ্যাস, পেট্রোল ডিজেল পোড়া গ্যাসও ওই স্তরে গিয়ে জমা হয়। ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং। মানে পৃথিবীতে গরম প্রতিদিনই বাড়তে লাগলো।

ফলত বিশ্বের নানা প্রত্যন্তে বরফ গলে জল (আহ্লাদে নয় বাধ্য হয়ে)। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুতে হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলে যাচ্ছে। হিমবাহগুলি গলছে ফলে ভারতের হিমালয়স্থিত দেবস্থানগুলি গত বছরই ধ্বস নেমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখনই বর্ষার সময় ইউরোপের বেশ কয়েকটি শহর জলে তলিয়ে যায়। আমাদের সুন্দরবনের বসত এলাকাও ক্রমশ কমছে।

তাহলে বাঁচার পথ কী?

১৯৭২ সালেই প্রথম রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরা সুইডেনের রাজধানী স্টকহোল্‌মে মিলিত হয়েছিলেন এ বিপদ নিয়ে আলোচনার জন্য। তাঁদের পরামর্শ মতো ১৯৯৭ সালে ১৬০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাপানের কিয়োটো শহরে এক বসুন্ধরা সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনকেই বলে কিয়োটো প্রটোকল। এতে ঠিক হয় যে শিল্পোন্নত দেশগুলি যেহেতু দূষণের মাত্রা বাড়াচ্ছে তাই আগামী ১৯১২ সালের মধ্যে ৫.৬ শতাংশ গ্যাস উদ্গীরণের মাত্রা কমাবেন।

আমেরিকা এ চুক্তিতে সই করেনি কারণ মোট দূষণের ৩৪ শতাংশ যে তার দখলে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের বোঝা নামতে উদ্যোগী হয়েছে। কিয়োটো-পরবর্তী বসুন্ধরা সম্মেলনপরে—সে আর এক ইতিহাস।

'ছোট্ট ব্যাপার' নিয়ে মোটেও ভাবিত নন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকারের গালে আরও একটি বিরাশি সিক্কার থাপ্পর বসালো কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর ও বিচারপতি অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী ১ জুন থেকে রাজ্য সরকারের পরিষদীয় সচিব পদটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। আদলত বলেছে, পরিষদীয় সচিব নাম দিয়ে সরকারি দলের বিধায়কদের রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমান ভাতা, ও আন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের এই আইন সংববিধানের ১৬৪/১এ ধারার পরিপন্থী ও অগণতান্ত্রিক। এর আগে হিমাচল প্রদেশ, গোয়া প্রভৃতি রাজ্যের পরিষদীয় সচিব পদ বাতিল করে দিয়েছে ঐসব রাজ্যের উচ্চ আদালত।

রাজ্যের পরিষদীয় সচিবরা মাসোহারা পান ৭৩০০ টাকা। বিধানসভার সদস্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য তাঁরা আরও পান প্রতিদিন হাজার টাকা হিসাবে ভাতা। ফাইফরমাস খাটার জন্য আছেন একজন সহায়ক যিনি রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই পাবেন মাসে আঠারো হাজার টাকা। এছাড়া গাড়ি, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, রান্নার গ্যাস, মেডিকেল বিল ও চারটি নাশান্যাল ডেইলি নিয়ে বিনা পয়সায় আয়েস আরাম ও মাতব্বরি করার দেদার ব্যবস্থা।

হাইকোর্টের রায়ের কথা শুনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বভাবসুলভ ভাবেই সংশ্লিষ্ট রায়কে 'ছোট্ট ব্যাপার' বলেছেন। সঙ্গে সচিবদের কাজ চালিয়ে যেতেও বলেছেন। সচিবরা আজ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে আছেন এবং কেউ কেউ লালবাতিওয়ালা গাড়ি নিয়ে রাজ্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

গত ২ বছরে অন্তত দশটি বিষয়ে জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকার হাইকোর্টে এমনকি সুপ্রিম কোর্টেও মুখ পুড়িয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সি বি আই তদন্ত। অম্বিকেশ মহাপাত্রের কার্টুনকাণ্ড। বার বার রায় সত্ত্বেও রাজ্য সরকার মহাপাত্রের ক্ষতিপূরণ দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমাম ও মোয়জ্জিন ভাতা ঘোষণাও অসংবিধানিক বলে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে। এছাড়া বিষমদ কাণ্ডে মাতাল মরাদের ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণাও আটকে গেছে বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলায়। আসলে সংবিধানের ৯১তম সংশোধন অনুযায়ী বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি মন্ত্রী করা যায় না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূলি জবরদস্ত নেতাদের পরিষদীয় সচিব ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান করে সবাইকে ইয়েসম্যান রাখতে চান, তাতে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট যা বলে বলুক। যেমন সি বি আই তদন্তের স্বার্থে তাঁর অতি প্রিয় চ্যালা মদন মিত্র জেলে থাকলেও তার মন্ত্রীত্ব যায় না। কথায় বলে এক কান কাটারা শহরের বাইরে বাইরে যায়, দু কান কাটা যায় শহরের রাজপথে।

জ্ঞানী মুখ্যমন্ত্রী

গতকাল মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নিজের লেখা বই উপহার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কৃতীদের জ্ঞান বিতরণ করেছেন এই বলে যে তাঁর জীবন ও বাণী যেন ছাত্র-ছাত্রীদের পাথেয় হয়। সত্যিই তো তরুণী বয়সে গাড়ির বনেটে নাচা, মুখ্যমন্ত্রী হয়েও থানায় গিয়ে স্নেহের ভাইদের ছাড়িয়ে আনা, খুন বা রেপকে ছোট ঘটনা বলা এবং আরাবুল অনুব্রত মণিরুলদের মতো তাজা যুবকদের বাহবা দেওয়ার শিক্ষা না নিলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে কী করে?

আচ্ছে দিন আয়েগা

'আচ্ছে দিন আনেবালা'র ঢক্কানিনাদ চলছে। ২০১৪ সালের ২৬ মে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি। আজ পর্যন্ত তিনি ১৯টি দেশ সফর করে রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন। গত ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫৫ দিনই তিনি ছিলেন দেশের বাইরে। ৭ জুন বাংলাদেশ সফর ও অগামী জুলাই মাসে রাশিয়া ও তুর্কিমেনিস্থান সফর নির্ধারিত। ক্ষমতায় আসার আগে দেশের ধনকুবেরদের বাইরের দেশে রাখা (সুইসব্যাঙ্ক) কোটি কোটি কালো টাকা উদ্ধার করে দেশের আমজনতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ ভরে দেবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মোদি ও মোদির সাঙ্গপাঙ্গরা। বছর অতিক্রান্ত, কালো টাকার হাঙ্গরদের কেশাগ্র ছুঁতে পারেননি মোদিজীরা। কাজের অভাবে, ফসলের লাভজনক দাম না পেয়ে দেশে যখন হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষা-পরীক্ষা

প্রসঙ্গ : বিশ্ববিদ্যালয়

একটি প্রজন্মের সর্বনাশ হয়ে চলেছে

রুদ্রপ্রসাদ সমাদ্দার

ইতিহাসে এক একটি পর্ব আসে যখন নীরবতা কোনো প্রতিবাদের ভাষা জোগায় না। বরং তা সুবিধাবাদের নামান্তর হিসেবে পরিগণিত হয়। এ এমন এক সময় যখন নীরবতা এক অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে পরবর্তী ইতিহাসে। এই মুহূর্তে এমনই এক দুঃসময় এসে হাজির হয়েছে। কথাগুলো বলা হচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে। অবশ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ই বা শুধু কেন, একই কথা সার্বিকভাবে এ রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষেত্রে সত্য। আপাতত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েই নজর দেওয়া যাক। কেমন চলছে এই বিশ্ববিদ্যালয়? সকলেই জানেন, এই পরীক্ষাব্যবস্থা কতটা সাফল্যের সাথে কাজ করছে তা বোঝা যায় কতটা মসৃণ, কতটা স্বচ্ছতা এবং কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করে কাজ করছে পরীক্ষা ব্যবস্থা তা পরখ করে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দিন কতক আগে এমন একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, যা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া পরীক্ষাব্যবস্থার দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। সকলেই জানেন, পরীক্ষাগ্রহণ এবং ফলপ্রকাশ একটি গোপনীয় কার্যক্রম। কারা এর সাথে জড়িত তা কখনোই সাধারণ্যে প্রকাশিত হতে পারে না। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এটা কখনোই জানায় না, কোন্ প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপা হয় এবং কোন্ সংস্থা ফলপ্রকাশের কাজের সাথে জড়িত। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক এবং উপাচার্য ছাড়া আর কোনো পদাধিকারীর কাছেই এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশিত করা হয় না। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ অবধি এমন ব্যবস্থাই চালু ছিল। এখন সবই খোলাখুলি, প্রকাশ্য। সব নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যে সংস্থাকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রতিনিধিরা দায়িত্ব পেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে গিয়ে সুখবরটি জানিয়ে নিজেদের ফোন নম্বরটি জানিয়ে আসেন। এবং তথাকথিত ছাত্রনেতাদের হাতে হাতে ফলপ্রকাশের সংস্থার ফোন নম্বর। যে কোনো প্রয়োজনে ফল প্রকাশের আগে ফোন করে নিজেদের নানা আবদার জানাতে পারছেন ছাত্রনেতারা। এটা এতটাই সর্বজনমান্য হয়ে গেছে যে কিছুদিন আগে এক প্রকাশ্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন কোন্ সংস্থা প্রশ্নপত্র ছাপছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কোন্ আধিকারিককে এই সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে বলা হয়েছে। কোনো প্রশ্ন তুললেই বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৩৪ বছরের ভাঙা রেকর্ড। অথচ ৩৪ বছরের কবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে গিয়ে বারবার দেখেছে অ্যাডমিট কার্ডের এমন ত্রুটি, কবে দেখেছে নিজের নামের সাথে অন্যের মুখের ছবি? কবে দেখেছে ৭১ পেয়ে মার্কশিটে ১৭ প্রকাশিত হতে? কবে দেখেছে পরীক্ষার ন'মাস কেটে যাওয়ার পরও ফল না বেরোতে? কবে দেখেছে যে কলেজে বিজ্ঞান নেই সেখানে প্রাণীবিদ্যার ছেলে নামে অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশিত হতে? কবে দেখেছে বারবার ফর্ম ফিলাপের তারিখ পিছিয়ে যেতে? কবে কোন পরীক্ষার ফল বেরোবে জানতে এসে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়ে ফিরে যেতে? ৩৪ বছরে কবে ফল বেরোবে এবং কেন নির্ভুল ফল প্রকাশিত হবে না প্রশ্ন তুলে লিফলেট বিলি করতে গিয়ে কয়েদখানায় স্থান পেতে হয়েছে? এখন এখানে এমনই পরিস্থিতি বিরাজ করছে যে, পরীক্ষা হলে কবে ফল বেরোবে কেউ জানে না। ফল যদি প্রকাশিতও হয়, তা কতটা নির্ভুল হবে তাও হলফ করে বলতে পারছে না কেউ। এই কিছুদিন আগে যে ফল প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে কিছুদিনের জন্যে একটা মৃদু শোরগোল হয়েছিল। এখন সব শান্ত। ফল সংশোধনের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রচুর ঢক্কানিনাদ করে একটি তদন্ত কমিটির ঘোষণা করেছিলেন, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সেই কমিটির রিপোর্ট প্রদানের এবং সেই অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস ছিল। আজ পর্যন্ত সে সম্পর্কে একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অথচ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বেনামে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, শহরের নানা জায়গায় সম্পূর্ণ মিথ্যাভাষণ সংবলিত একটি ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, সেখানে যে সব তথ্য বলা হচ্ছে (তার সত্য মিথ্যা পরের কথা) তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বা উপাচার্য ছাড়া কারো জানারই কথা নয়। ওই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পরীক্ষা নিয়ামকের ঘরের গোপনীয় তথ্য রাখার আলমারিতে রক্ষিত থাকে। কোনো রাম-শ্যাম-যদু-মধু তা কখনোই জানতে পারে না। অথচ ফ্লেক্সে দাবি করা হচ্ছে, একটি আইএসও-২০০১ সংস্থাকে দিয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রশ্ন হচ্ছে, এই তথ্যটি কী করে জানলেন ফ্লেক্সের প্রকাশকরা? কে জানালো তাঁদের এই তথ্য? যে দায়িত্বশীল পদাধিকারীর কাছেই একমাত্র এই তথ্যটি আছে, কেন তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হল না? বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বামপন্থী ছাত্ররা কখনো যদি একটি পোস্টার সাঁটিয়ে যায়, সেই পোস্টার বারো ঘন্টাও স্থায়ী থাকে না সেখানে। উপাচার্যের নির্দেশে এমনতর সমস্ত পোস্টার রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে গোপন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে এমন একটি ঢাউস বেনামি ফ্ল্যাক্স বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে দিনের পর দিন। কেউ তাকে সরায় না। বরং খবরের কাগজ বা দৃশ্যমাধ্যমে ওই ফ্ল্যাক্সের বিষয়বস্তুকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শাসক পক্ষের নেতারা। একই সঙ্গে এই কথাও বলা উচিত, এই বেআইনি এবং মারাত্মক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া ফ্লেক্স নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনও। কেউ এটা উচ্চ শিক্ষা দপ্তর বা আচার্যের নজরে এনেছেন এমনটিও শোনা যায়নি। অথচ বিগত পরীক্ষার ফল-কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতেই লোক দেখাতে যে তদন্ত কমিটি ঘোষিত হয়েছিল তার রিপোর্ট এখনও আসেনি প্রকাশ্যে। শোনা যাচ্ছে, তদন্ত এগোতেই এমন সব তথ্য সামনে আসতে থাকে যার ফলে সন্দেহাতীত ভাবে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজেই। তদন্ত কমিটির সামনে এমন সব তথ্য আসে, যেখানে দেখা যায় গত বছরের পরীক্ষা চলাকালীন সময়পর্বের নানা সময়ে পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত পদাধিকারীরা বারবার সতর্ক করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। বলেছেন, যে সংস্থার হাতে ফলপ্রকাশ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা বারবার এমন সব ভুল করছেন, যার ফলে গোটা পরীক্ষাব্যবস্থাটা অচল হয়ে যেতে পারে। কোনো এক রহস্যজনক কারণে এরপরও কোনো ব্যবস্থা নেননি কর্তৃপক্ষ। কারণ, তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল দোষী খোঁজা নয়, অপছন্দের কোনো কোনো লোককে দোষী সাব্যস্ত করা। উদ্দেশ্য ছিল না, এমন কোনো সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো যারা নির্ভুল ফল বের করতে সক্ষম। উদ্দেশ্য ছিল, পারুক আর নাই পারুক, যোগ্য হোক আর অযোগ্যই হোক, একটি বিশেষ সংস্থাকে দিয়ে কাজটি করাতেই হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলপ্রকাশের ব্যবস্থা যদি গোল্লায় যায় তো যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাৎস্যন্যায় যে শুধু পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই ঘটছে তাই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই চলছে এক অভূতপূর্ব অরাজকতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত কয়েক বছরে যে নিয়োগগুলি হয়েছে তা নিয়েও বহু প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয়েছিল, যার যোগ্যতা বিজ্ঞাপনে দাবি করা যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম। চাওয়া হয়েছিল ন্যূনতম তিরিশ বছর বয়সের প্রার্থী যার নির্দিষ্ট সময়ের কর্ম অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যাকে নিয়োগ দেওয়া হয় তার বয়স বিজ্ঞাপনে চাওয়া বয়সের চেয়ে তিন বছর কম। খুব কমদিন একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থায় কাজ করার তাঁর কর্মঅভিজ্ঞতা রয়েছে। আর যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের সকলের চেয়ে নিযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতার কম। নিয়ম অনুযায়ী এই প্রার্থীর আবেদন বয়সজনিত কারণে প্রথমেই বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিশেষ কারণে এই প্রার্থীকেই নিয়োগ দেওয়া হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি তার তিন বছর বয়সের অসঙ্গতি মুকুব করে দেন। এটাও বেআইনি। সাধারণত কয়েক মাস বা কয়েক দিনের অসঙ্গতিই মুকুব করতে পারে কার্যকরি সমিতি। যদিও এমনটা করা হবে বলে পূর্ব-বিজ্ঞাপন থাকত, তবে সাতাশ বছর, আঠাশ বছর, উনত্রিশ বছরের আরো যোগ্যতর প্রার্থী আবেদন করতে পারতেন। এই সম্পূর্ণ বেআইনি নিয়োগটি করা হয় এ জন্যেই যে ওই প্রার্থী ওই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত বিষয়ে ঘনঘন হস্তক্ষেপ করা তৎকালীন উচ্চ শিক্ষা সংসদ এর সহ-সভাপতি, পরবর্তী সময়ে কুখ্যাতি অর্জন করা অভিজিৎ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ। ওই প্রার্থীর পারিবারিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীন জেনারেটর বসানোর বরাত পাইয়ে দিয়েছেন অভিজিৎ চক্রবর্তী স্বয়ং।

শুধু এই নিয়োগ কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নানা নিয়োগ ও পদোন্নতিতেও নিয়ম কানুনের ধার ধারা হয়নি। স্বয়ং উপাচার্য নিজেই সভাপতিত্ব করেছেন তাঁর পত্নীর পদোন্নতি সংক্রান্ত সভার। তাঁর পুত্রের গবেষক হিসবে নিবন্ধীকণের সভায়ও সভাপতিত্ব করেছেন তিনি। এসব দৃষ্টান্ত ৩৪ বছর কেন হাজার বছরের মানব সভ্যতায় পাওয়া দুষ্কর। সবচেয়ে বড়ো কথা। স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে যে অনুসন্ধান সমিতি, তার বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত সদস্য নির্বাচনের সভায়ও সভাপতিত্ব করেছেন উপাচার্য নিজে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী অনুসন্ধান সমিতির সদস্য তারাই হতে পারেন যাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ প্রকৃত সত্যে এই নিয়মকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে। এই সমিতিরই উচ্চ শিক্ষা দপ্তর মনোনীত সদস্য ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী যিনি ওই সময়পর্বে অন্তত সাতটি কমিটির সদস্য ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববদ্যালয়ের। একটি কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইলে অর্থবরাদ্দের জন্যে সইও করেছেন। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে নস্যাৎ করে বছরের পর বছর ধরে কর্মসচিবের পদে অস্থায়ী নিযুক্তি পেয়ে গেছেন পূর্বতন কর্মসচিব। ছ'মাসের পর থেকে কর্মসচিব হিসেবে তিনি যা যা করেছেন সবই অবৈধ।

শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। প্রকৃত সত্যের দিকেও চোখ ফেলতে হবে। এত অনিয়ম এত অনাচার সত্ত্বেও সেইভাবে কোনো প্রতিবাদ সংগঠিত হয়নি এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে। রক্তচক্ষু ও বদলির হুমকি দিয়ে নীরব করে রাখা হয়েছে সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিবাদকে। এত সব সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোণে কোণে জমছে অসন্তোষ, সরবে না বললেও ফিসফিস করে নিজেদের ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করতে শোনা যাচ্ছে নানা মানুষকে। যাঁরা এই নীরব অসন্তোষকে ভাষা দেবেন, পরিণত করবেন এক অন্য কলরবে, তারা এখনও প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখাতে সমর্থ হননি। এ এমন এক সময় যখন এই অপারগতাও ক্ষমাহীন।

মেধাবী-অভাবী

সীমার স্বপ্ন কি পূরণ হবে?

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সীমার লড়াইটা ছিল সীমাহীন। তবুও অসম লড়াই-এ জিতেছে সীমাই। উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬০ পেয়ে নাড়ুগ্রাম হাই স্কুল তথা এলাকার এখন সে আলোকবর্তিকা। ১৮৮৯ সালে বিদ্যাসাগরের সদিচ্ছাতেই এই স্কুলের জন্ম। স্কুল, এলাকার মান রেখেছে ক্ষেতমজুর পরিবারের মেয়ে সীমা কোলে।

বাবা হারাধন কোলে দিন মজুর। মা কাকলি গৃহবধূ। তিন বোনের বড় সীমা। সংসারের দায়িত্ব সামলাতে হয় সীমাকে। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে টিউশনি তার কাছে বিলাসিতা। একদিকে বড় সন্তানের দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে পড়াশোনার জন্য ফুরসৎ না পাওয়া দমাতে পারেনি সীমাকে। স্কুলের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী তাকে পৌঁছে দিয়েছে এই শিখরে—৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে।

টিউশনি নিজে না নিতে পারলেও টিউশনি পড়াতে হয়েছে পড়ার খরচ চালানোর জন্য। ছেলেমেয়েদের কাছে 'দিদিমনি' ডাক মনকে নাড়া দেয়। তাই তার অদম্য ইচ্ছা দিদিমনি হওয়ার। এটা তার কাছে চ্যালেঞ্জ। ভূগোল অনার্স নিয়ে নামি কলেজে পড়তে চায়। দিদিমনি হয়ে গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে তার না পাওয়ার যন্ত্রণা মেটাতে চায়। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস দিয়ে স্বপ্নপূরণ হবার নয়। মা-বাবার কাছে আকাশ ভেঙে পড়েছে। সাধ থাকলেও সামর্থ্য নেই তাঁদের। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলে সীমার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে! বেঁচে যেতে পারে পাঁচ পাঁচটি জীবন।

যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল নাম্বার - ৯৫৬৪৯১৩২৭৯।

প্রান্তিক চাষির মেধাবী ছেলে এখলাসের ইচ্ছা শিক্ষকতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২ জুন : ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়ে ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করার ইচ্ছা সেখ এখলাসের। রসুলপুর ভুবনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এখলাস এবারে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৩৫ নম্বর পেয়েছে। এখলাসের বাড়ি মেমারি-২ কুচুট গ্রাম পঞ্চায়েতের নওহাটি গ্রামে। ২৩টি দরিদ্র পরিবার। একচিল্তে মাটির ঘর, পাড়ায় এখনও কারেন্ট নেই। এবারে এখলাস হ্যারিকেনের আলোয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এখলাসের বাবা আব্দুল মান্নান আড়াই বিঘা জমির উপর ভরসা করেই এতদিন কোনোরকমে পড়াশোনার খরচ জুটিয়েছেন। এবার কী হবে? সেখ এখলাসের মা তহমিনা বিবি অঙ্গনওয়ারির রান্নার হেলপারের কাজ করেন। চার ভাই-বোন, বাবা-মা ওদের সংসার চলে কোনো রকমে। বর্তমানে বাবা আম পাড়ার কাজ করেন। ছেলে এখলাস সহযোগিতা করে। ওর এই সাফল্যের পিছনে অবদান বেশি বাবার। এবং ভূগোলের প্রাইভেট শিক্ষক গোপাল মজুমদারের। গোপালবাবু ওকে পড়াশোনা ও আর্থিক দু-দিকেই সাহায্য করেছেন—জানিয়েছে এখলাস। মা তহমিনা বিবি বলেন, এখলাসের সাফল্যে আমরা ও শিক্ষকরা সবাই খুশি। এবার পড়াশোনা চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বাড়লো। কোনো সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতা পেলে হয়ত পড়াশোনাটা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। যোগাযোগ - ৮৬৪০৯১৮৯৪৯।

অন্ধ সর্বাণী চায় শিক্ষকতা করে অন্যদের জীবনে আলো দিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্ধ মেয়ে সর্বাণী সরকার। বাবা আলোক সরকার। সর্বমঙ্গলা পাড়ার সর্বাণী আগে পড়তো ব্লাইন্ড একাডেমিতে। অষ্টম শ্রেণির পর মামারা পড়াতে না চাইলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে নীলপুর দুর্গাপ্রসাদ স্কুলে ভর্তি হয়। শিক্ষকদের পড়ানো শুনে শুনে সে তার নিজের স্মৃতি ধরে রাখে পরীক্ষার সময় রাইটার নিয়ে লিখে এবার সে উচ্চমাধ্যমিকে ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছে। ছাত্র-জীবনে সে মাস্টারমশাইদের প্রভূত সাহায্য পেয়েছে—আশীর্বাদ হিসাবে মোবাইল তাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। মোবাইলে রেকর্ড করে বাড়িতে এসে শুনে শুনে সে পড়া মুখস্থ করতো। এখন সে আরও পড়াশুনা করে শিক্ষিকা হতে চায়। ছোট ছোট অন্ধদের জীবনে শিক্ষা আনাই তার ব্রত। সাহায্যের জন্য তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে এই নম্বরে : ৯৩৩৩৬১৯৫২০

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তম স্থানে সিঞ্চনস্নিগ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল : ৬ জুন শুক্রবার প্রকাশিত জয়েন্ট বোর্ড অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেডিক্যাল পরীক্ষার ফলের সঙ্গে প্রকাশিত মেধা তালিকায় দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সপ্তম স্থান দখল করেছে ওল্ড স্টেশন বিদ্যালয়ের ছাত্র সিঞ্চনস্নিগ্ধ অধিকারী। যদিও সিঞ্চন ইতোমধ্যেই বরাহনগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রবেশকায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সেখানে ভর্তি হওয়ার। একেবারেই নিম্ন মধ্যবিত্ত এই ছেলেটির পিতা প্রদীপ অধিকারী আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথ-এর কর্মী। সংস্থাটি কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফলে আজ নিতান্তই রুগ্ন, কর্মচারীরাও অত্যন্ত অনিয়মিত বেতন পান। মা সুজাতা অধিকারী গৃহবধূ। উচ্চমাধ্যমিকে দশম স্থানাধিকারীর থেকে মাত্র ৫ নম্বর কম পাওয়ায় কিছুটা হতাশ অধিকারী পরিবার। প্রতিবেশীরা সিঞ্চন-এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত।

—প্রথম পাতার পর

অপরাধীদের ধরতে তৎপরতা

কারিগর। রয়েছে কওসর-এর নাম। বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম মাথা। বাংলাদেশের জামাত নেতা। ছয় বছর আগে এদেশে আসে। আব্দুল কালাম। শিমুলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। মঙ্গলকোটের কুলসোনার বাসিন্দা। রয়েছে তালাহা শেখের নাম। সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক। এদের নামে রয়েছে ১০ লাখের পুরস্কার।

আর রয়েছে হাতকাটা নামিরুল্লার নাম। যে আই.ই.ডি তৈরি ও পাচারে জড়িত ছিল। কাজ করত বেলডাঙ্গায়। কদর কাজি, কওসরের মামা। বীরভূমের কীর্ণাহারের বাসিন্দা। বিস্ফোরক পাচারে যুক্ত। এদের ধরতে রয়েছে ৫ লাখের পুরস্কার। বোরহান শেখ ইউসুফের সহকারী। এর জমিতেই শিমুলিয়ার মাদ্রাসা। যেখানে ট্রেনিং চলত বলে জানা গেছে। জাহিরুল সেখ তাঁর বাড়ি থেকে জিলেটিন স্টিক পাওয়া যায়। সে শাকিলের ঘনিষ্ঠ। এদের জন্য ইনাম ঘোষিত হয়েছে ৩ লাখ করে। এ ঘটনার জেরে সংবাদমাধ্যমে আবার উঠে এসেছে খাগড়াগড়কাণ্ডের নাম। সাধারণ মানুষ পোস্টারগুলি দেখছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এদের ধরা গেলে আরও সূত্র মিলবে। তদন্ত গুটিয়ে আনতে সুবিধা হবে।

মুঝে উল্লু বানা বং

—দ্বিতীয় পাতার পর

তখন নীরোর মতো মোদি চলছেন দশলাখী পিরহান পরে হুসায়েন বারাক ওবামার সাথে চা-চক্রে মিলিত হতে। প্রায় ৬৮ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে এর আগে কোনো বিদেশি কর্পোরেট দুনিয়ার মাতব্বর লালকেল্লায় প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলন করেনি। অবশ্য বিশ্বের মহাশক্তিধর মানুষটির সাথে ক'জন আর চা-বানানেওয়ালার চা পানে আপ্যায়িত হন। গতকাল ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরিক্কর-এর সাথে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব কার্টারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, ফলে ভারত সাগরে নৌ মহড়া বা নজরদারি চলবে—চা চক্রের ফল ফলতে শুরু করেছে।

ক্ষমতায় বসার আগে সংসদ ভবনের সিঁড়িতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন মোদি। সংসদকে গণতন্ত্রের মন্দির উল্লেখ করে তাঁর সরকার গরিবদের পক্ষেই কাজ করবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন যা সবই কর্পোরেট হাউস বৃহৎ পুঁজিপতিদের কথা মাথায় রেখে। দেশের প্রতিরক্ষা, ব্যাঙ্কবিমা শিল্প, খনি, রেল, তৈল গ্যাস, নদী, জল, ভূমি সব নীতিই কর্পোরেট হাউসের নাফা পাহাড়-প্রমাণ করার স্বার্থেই।

চোখে পর্দা ফেলার জন্য আসছে 'নমামি গঙ্গে' ও 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযান। রাজীব গান্ধীর গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যান এখন 'নমামি গঙ্গে' আর আগের নির্মল ভারত অভিযান প্রকল্প বর্তমানে 'স্বচ্ছভারত'—নতুন বোতলে পুরনো মদ।

যে সুযোগ-সুবিধাগুলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে গরিবদের একটু রিলিফ দিচ্ছিল সেই ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ কমে গেছে। রেলের মাশুল ভাড়া বাড়ছে। সারে ভুর্তুকি কমছে। কোটি কোটি টাকা বড় শিল্পপতিদের অনাদায়ী ব্যাঙ্কঋণ আদায়ের আগ্রহ নেই। ফলে ছোট শিল্পপতি বেকার ছেলে স্বনিযুক্তিতে প্রয়োজন মতো ব্যাঙ্ক ঋণ পাচ্ছে না। রাষ্ট্রের হাত ধরে নতুন শিল্প কারখানা হচ্ছে না। বেকারি বাড়ছে। তবু গেয়ে যেতে হচ্ছে—'আয়েগা আয়েগা—আচ্ছে দিন আয়েগা।'

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৬৪ সালের ১ জুন; ২। ১৮০৬ সালের ২ জুন, ব্যাঙ্ক অব কলকাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ১-৭-১৯৫৫; ৩। ১৯৪৭ সালের ২ জুন; ৪। ২০১৪ সালের ২ জুন; ৫। ১৯১৫ সালের ৩ জুন, আইনজীবী, জাতীয়তাবাদী নেতা রাসবিহারী ঘোষ; ৬। ভার্নার আর্বার, ৩-৬-১৯২৯, সুইজারল্যান্ড; ৭। ইউরোপ মহাদেশে, ২০০৬ সালের ৩ জুন, পোডোগারিকা, দুই মাথাবিশিষ্ট ঈগল; ৮। ১৯৩৩ সালের ৪ জুন, হাটগোবিন্দপুরে, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; ৯। ওসিয়ানিয়া মহাদেশে, ১৯৭০ সালের ৪ জুন, ১৭০ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত, নুকুয়োলোফা; ১০। ১৯৭২ সালের ৫ জুন, ১১৪টি দেশ; ১১। ইউরোপ মহাদেশে, ১৫২৩ সালের ৬ জুন, স্টকহোম, সাধারণ কালো পাখি; ১২। ইউপোপ মহাদেশে, ১৯০৫ সালের ৭ জুন, ওসলো, স্কি, সিংহ।

কৃষক বিক্ষোভ

—প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষদের রাস্তা অবরোধে উত্তাল হলো জাতীয় সড়ক (এন.এইচ-২বি)এর বড়া চৌমাথা।

ধানের দাম নেই, আলু চাষ করে কৃষকের আত্মহত্যা, জমি অধিগ্রহণ বিলের বিরুদ্ধে এবং তৃণমূলী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এদিন পাঁচ হাজারের উপর শ্রমজীবী মহিলা পুরুষেরা সকাল ৯টা থেকে ১২.২০ অবধি রাস্তা আটকে বিক্ষোভ জানালেন। প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আউসগ্রাম থানার বিল্বগ্রাম, গুসকরা-২ পঞ্চায়েত, উক্তা, গুসকরা শহর এবং ভাতারের সাহেবগঞ্জ-২ অঞ্চল ও বর্ধমান সদরের বাঘাড়-১, ২ প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

অবরোধ চলাকালীন সর্বভারতীয় কৃষকনেতা অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা নেতা আলমগীর মণ্ডল, সুরেন হেমব্রম, অচিন্ত্য মজুমদার, রবীন টুডু প্রমুখ অবরোধের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

বাস, ট্রলি, ম্যাটাডোর করে এদিন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়া মানুষ সমাবেশে উপস্থিত হন। যদিও সমাবেশে আসার পথে ভোঁতা গ্রামে তৃণমূলিরা কৃষকসভার কর্মীদের মারধোর, ভয়, হুমকি শাসানি দেয় তবুও সমাবেশে আসা মানুষদের আটকানো যায়নি।

এদিন অবরোধ সমাবেশের তেজ ছিল প্রখর রোদের চেয়েও বেশি। কৃষকের ক্ষোভ ছিল এদিন তুঙ্গে। শ্রমজীবী পরিবারের মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যেমন নজরকাড়া, তেমনই রাজ্যের তৃণমূলী শাসনে মহিলাদের উপর অত্যাচারে তাঁরা ছিলেন খুবই ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত। গোটা বর্ধমান জেলায় এদিন পলেমপুর, গলসী, নর্জ্জা মোড় প্রফৃতি ৭টি জায়গায় কৃষকসভার নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্নস্থানের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন কৃষক নেতা আবদার রেজ্জাক মণ্ডল, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, উদয় সরকার, বীরেশ মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, সুরেন হেমব্রম, রবীন টুডু, সৈয়দ হোসেন প্রমুখ।

মিড-ডে-মিল-এর কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে-মিল কর্মী ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ) জামালপুর থানা কমিটির উদ্যোগে মিড-ডে-মিল এর গরিব মহিলা রান্নার কর্মীদের ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে জামালপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জামালপুর ব্লকের ১৩টা অঞ্চল থেকে শতাধিক মিড-ডে-মিল রান্নার মহিলা-কর্মীরা মিছিল করে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। বক্তব্য রাখেন হাফিজ মোল্লা, পরেশ সাঁতরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরার সঙ্গে কর্মীদের দাবি-দাওয়ার পক্ষে সরব হন এবং দশ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের বেতন দান, জ্বালানির জন্য রান্নার গ্যাস সরবরাহ, উৎসব ভাতা প্রভৃতি দাবিগুলি গ্রহণ করার জন্য জোর সওয়াল করেন। পরেশ সাঁতরার নেতৃত্বে পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধিদল বিডিও-র হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করে সহানুভূতির সঙ্গে দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

নারীনির্যাতন রোধে গণমাধ্যম ও সমাজসেবী সংস্থার ভূমিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৬ জুন : একটি সময়োপযোগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন ও লায়ন্স ক্লাব অব বর্ধমান-এর যৌথ উদ্যোগে। আলোচ্য বিষয় : "নারী নির্যাতন রোধে গণমাধ্যম ও সমাজসেবী সংস্থার ভূমিকা"। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সদস্য মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, আইনজীবী (পি পি) সুব্রত হাটি, শিখা আদিত্য (মহিলা কমিশন সদস্যা) প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। লায়ন জয়দীপ কর্মকারের এবং আই জে এ-র সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রহমানের স্বাগত ভাষণের পর সাংবাদিক সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঞ্চালনায় সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা কমিশন এবং সাংবাদিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিতর্কে বেশ উপভোগ্য একটি সন্ধ্যা কাটান সাংবাদিকগণ। মহিলা কমিশনকে প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি বলে কমিশনই অভিযোগ করেন। বিচার ব্যবস্থাকে যে অসহায় করে তোলা হয়েছে সে বিষয়টিও বক্তাদের কথায় ফুটে উঠেছে। সমাজসেবী সংস্থার ভূমিকার বিষয়টি অবশ্য তেমন আলোচনায় আসেনি।

—প্রথম পাতার পর

মেডিকেলে পঞ্চম

তুলনায় ডাক্তারের অনুপাত খুবই কম। তাই ডাক্তারি নিয়ে গবেষণা করতে চাই। খুবই সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত ঋষভ দিনে ৬-৭ ঘন্টা পড়াশুনা করতো। অবসর সময়ে গান শুনতে ভালোবাসে মেসির এই ফ্যান। খুবই সাধারণ সাধাসিধে ছেলের কৃতিত্বে পাড়ার মানুষ যথেষ্ট আহ্লাদিত।

নাম/পদবী পরিবর্তন

- আমি সুব্রত অধিকারী পিতা বলাই অধিকারী। গ্রাম—বিঘরা, পোঃ বনপাশ, থানা—ভাতার, জেলা—বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ৫ জুন ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম Soumi Adhikary যা তার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত Sumi Adhikary নথিভুক্ত হয়েছে। Soumi Adhikary ও Sumi Adhikary এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি সমীর কুণ্ডু পিতা প্রয়াত রাধাপদ কুণ্ডু। গ্রাম—গোলাপবাগান, হালদারপাড়া, পোঃ ও থানা—চন্দননগর, জেলা হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ৫ জুন ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম সৌমি কুণ্ডু। যা তার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত সংযুক্তা কুণ্ডু নামে নথিভুক্ত হয়েছে। সৌমি কুণ্ডু ও সংযুক্তা কুণ্ডু এক ও অভিন্ন জন।
- আমি শঙ্কর সরকার, পিতা ধনঞ্জয় সরকার। বর্তমান ঠিকানা দমদম ক্যান্টনমেন্ট, মাতকোল পঞ্চবটী তলা, পোঃ রবীন্দ্রনগর, জেলা ২৪ পরগণা (উত্তর)। অস্থায়ী ঠিকানা গ্রাম জালপারা, পোঃ গনপুর, জেলা বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানের নিকট ৫ জুন ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার নাম শ্রেয়া সরকার। যা তার জন্মসংশাপত্রে ভুলবশত রেনুকা সরকার নামে নথিভুক্ত হয়েছে। শ্রেয়া সরকার এবং রেনুকা সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি কার্তিক চন্দ্র দে পিতা অমর কুমার দে। বারতোরিয়া, বিহারীপাড়া, আসানসোল, জেলা—বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ মে ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম সৌরভ চন্দ্র দে। যা তার জন্মসংশাপত্রে ভুলবশত সৌরভ কুমার দে নামে নথিভুক্ত হয়েছে। সৌরভ চন্দ্র দে এবং সৌরভ কুমার দে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি মহিমা বিবি পিতা প্রয়াত হারু সেখ। সাকিম বাহিরসর্বমঙ্গলা পাড়া, থানা ও জেলা—বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমানে নিকট ২৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে এক এভিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের নাম Sk. Entaj যা তার স্কুল রেজিস্টারে ভুলবশত Sk. Intaj Khan নথিভুক্ত হয়েছে। Sk. Entaj ও Sk. Intaj Khan S/O Mahima Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
- আমি মহিরুদ্দিন সেখ পিতা প্রয়াত আব্দুল বারিক। গ্রাম ও পোঃ শক্তিগড়, থানা ও জেলা—বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম কোহিনূর বেগম। বিবাহের পূর্বে আমার কন্যার স্কুল রেজিস্টারে নাম ছিল কনিজা খাতুন পিতা সেখ মহিরুদ্দিন যা তার ডাকনাম। বিবাহের পর আমার কন্যার নাম কোহিনূর বেগম, স্বামী সেখ আফজল হোসেন। সাকিম বাহির সর্ব্বমঙ্গলাপাড়া, নজরুল পল্লী, থানা ও জেলা বর্ধমান। কোহিনূর বেগম এবং কনিজা খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

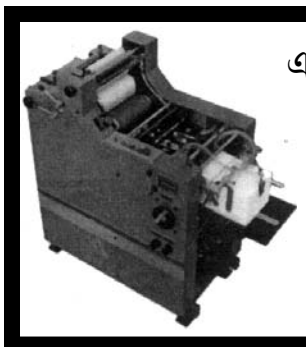

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

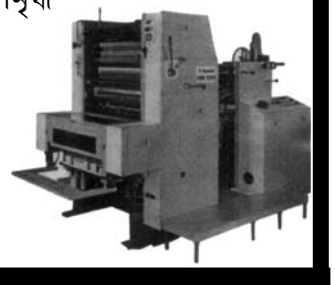

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা